সংবাদ

তারিখ 28 APR 2018
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

রাজধানীর সরকারি কলেজে ওএসডি ও সংযুক্তি শিক্ষকদের পদায়ন শুরু

● কর্মস্থলে না যাওয়ায় দু'শিক্ষক বরখাস্ত

রাকিব উদ্দিন

নতুন পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় সরকারি কলেজের দু'জন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। আর রাজধানীর ১০টি সরকারি কলেজ, মাউশি, শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি), সংযুক্তি ও ইনসিটু থাকা কর্মকর্তাদের পদায়ন শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাদের তিনটি পৃথক তালিকা প্রণয়ন করতে মাউশিকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মাউশি সে অনুযায়ী তালিকা প্রণয়ন করছে। তাছাড়া আরও প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তাকে শীঘ্রই ঢাকার বাইরে পদায়নের আদেশ জারি করা হচ্ছে বলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। জানা যায়, বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের তদবিরে প্রায় চার শতাধিক শিক্ষক ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে থেকে বিনা পরিশ্রমে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন। অথচ জেলা পর্যায়ের প্রায় ১০০ কলেজে মারাত্মক শিক্ষক স্বল্পতা চলছে। এসব

রাজধানীর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

রাজধানীর : সরকারি কলেজে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের প্রায় দেড়শ' বিভাগ একেবারেই শিক্ষকশূন্য। এসব কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বারবার রাজধানীস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওএসডি, ইনসিটু ও সংযুক্তি কর্মকর্তাদের বদলির উদ্যোগ নিলেও প্রভাবশালীদের তদবিরে তা করা যায়নি। কিন্তু এবার তাদের বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে মন্ত্রণালয়। যারা বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানে অনীহা প্রকাশ করবে তাদের তাৎক্ষণিক সাময়িক বরখাস্ত করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, সরকারের সার্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে শীঘ্রই আরও কয়েকজন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব ওএসডি, ইনসিটু ও সংযুক্তি কর্মকর্তাকেই জেলা পর্যায়ের কলেজে পদায়নের আদেশ জারি হচ্ছে। কর্মস্থলে যোগদান না করায় ইতোমধ্যে পদায়নকৃত সরকারি কলেজের দুই শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা হলেন সহকারী অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান ভূঞা (পরিচিতি নং-৩৪৩৯, ব্যবস্থাপনা) এবং প্রভাষক জামায়েত হোসেন (পরিচিতি নং-৮২, গণিত)। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১ (১) বিধি মোতাবেক ১৬ এপ্রিল তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। কর্তব্যে অবহেলার দায়ে দু'শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। নির্দেশ মোতাবেক দু'শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

জানা যায়, প্রায় আড়াই বছর আগে সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতার তদবিরে আক্তারুজ্জামান ভূঞাকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়েছিল। এ সময়ে তিনি বিনাপরিশ্রমে সরকারি বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। কিন্তু সম্প্রতি নরসিংদীর শিবপুর সরকারি শহীদ আসাদ কলেজে তার বদলির আদেশ জারি করলে তিনি সেখানে যোগদান করেননি।

জামায়েত হোসেন এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার সুপারিশে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কর্মস্থলে তার কৃতিত্ব সন্তোষজনক না হওয়ায় সম্প্রতি তাকে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী সরকারি কলেজে বদলি করা হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি স্বপদে বহাল থাকার জন্য উল্টো প্রভাবশালীদের দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদবির করেন। এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে মন্ত্রণালয়।